দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ব্যবসানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাই সর্বনাশের মূল

বিপ্লব বিশ্বাস

দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এক অস্বাভাবিক পথে চলছে। বেসরকারিকরণের নামে শিক্ষাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীদের হাতে। আর এই ব্যবসানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাই আমাদের তরুণ সমাজকে দেশের সুনাগরিক হওয়ার পরিবর্তে দিনে দিনে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদসহ নানা অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই আজ প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে। একদিকে পরীক্ষা পদ্ধতি,পাঠ্যবই ইত্যাদি অপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে আর অন্যদিকে পরীক্ষায় পাস করার পদ্ধতি অতি সহজ করে পাসের হার প্রায় শতভাগের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যা শিক্ষার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্তমানে শুধু সার্টিফিকেটের প্রতিই আগ্রহ বেশি, কিন্তু লেখাপড়া শিখে জ্ঞানার্জনের দিকে তেমন আগ্রহ নেই।

আমাদের দেশের সত্যিকারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ বা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির সুযোগ পায়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে বেশিরভাগই বিত্তশালী পরিবারের সন্তান। বেশিরভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েই চলে শিক্ষার নামে ব্যবসা। শিক্ষার চেয়ে অর্থই এখানে প্রধান অর্থাৎ বেশিরভাগ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে মেধার চেয়ে অর্থের প্রাধান্যই বেশি দেওয়া হয়ে থাকে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন কিছু থাকে বিপথগামী শিক্ষার্থী তেমনই কিছু শিক্ষকও রয়েছেন। এই শিক্ষকদের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেও মেধার চেয়ে অর্থের ভূমিকাই বেশি। তাদের কাছ থেকেই শিক্ষার্থীরা ধর্মের অপব্যাখ্যাসহ জঙ্গিবাদের শিক্ষাও পেয়ে থাকে। বিত্তশালী পরিবারের সন্তান হওয়ায় তারা পরিবার থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ সহজেই পেয়ে যায়। লেখাপড়া না করেও বিপুল অর্থের বিনিময়ে উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেটও পেয়ে যায় তারা। অভিভাবকরাও এই সার্টিফিকেট দেখেই মহাখুশি। শিক্ষাক্ষেত্রের এই অনিয়মগুলো দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে কিন্তু শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গাফিলতি ও দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এগুলো বন্ধ করা যাচ্ছে না। অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কোনো পরিবেশও নেই। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে একজন তরুণের দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগও সীমিত। এ কারণেই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া তথাকথিত 'মেধাবী' ছাত্ররা জঙ্গিবাদের মতো ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াচ্ছে। ব্যবসানির্ভর এই শিক্ষাব্যবস্থা দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির পথেও বড় বাধা।

এছাড়া দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষার সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ নেই। স্কুল-কলেজগুলোও বর্তমানে শিক্ষার ব্যবসাকেন্দ্রেই পরিণত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গন বা শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে এখন শিক্ষা চলে গেছে প্রাইভেট আর কোচিং সেন্টারে। শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট বা তাদের কোচিংয়ে না পড়লে ছাত্রছাত্রীদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরাও জানে যে তাদের শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। পরীক্ষার ফি, কোচিংফি ইত্যাদির নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা আদায় করা হচ্ছে। অভিভাবক, শিক্ষার্থী সকলেই শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। এগুলোও শিক্ষাব্যবস্থাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় পড়াশোনা করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই আমাদের তরুণ সমাজকে জঙ্গিবাদের মতো ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে। কাজেই সবার আগে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে।

ফরিদপুর